Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

মসজিদ প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব ও ফজিলত

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সুবাত হক

রোলঃ 216020228s

৩০ মে,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

মসজিদ প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব ও ফজিলত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদস

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সুবাত হক

রোলঃ 216020228

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "মসজিদ প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব ও ফজিলত" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে সুবাত হক, আইডিঃ 216020228স বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " মসজিদ প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব ও ফজিলত " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

Subat Hoque

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ৩০ মে, ২০২৪ ইং

সুবাত হক

আইডিঃ 216020228

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা 5

মসজিদের পরিচয় 5

ইসলামী পরিভাষায় মসজিদ 6

মসজিদের গুরুত্ব 7

মসজিদের ফযিলত সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীস 10

মসজিদে যাতায়াতকারীর শ্রেষ্ঠত্ব 10

সর্বোত্তম মসজিদসমূহ 11

মসজিদ বানানো ও মসজিদ আবাদ করার ফযিলত..12

মসজিদ নির্মাণ করার সওয়াব 15

মসজিদ পরিচালনার দায়িত্ব পালনকারী 16

মসজিদে গমনের আদাব সমূহ..17

মসজিদের বিধানসমূহ..22

মহিলাদের মসজিদে সালাত আদায় করা 30

মসজিদের মধ্যে ইলমের মজলিস 31

উপসংহার 33

ভূমিকা

মসজিদ অর্থ সিজদার স্থান। মসজিদ আল্লাহর ঘর। মসজিদ ইসলামী সমাজের প্রাণকেন্দ্র এবং একটি পবিত্রতম স্থান। ইসলামী সমাজব্যবস্থায় মসজিদ একাধারে ইবাদত বন্দেগীর স্থান, সামাজিক ও ধর্মীয় মিলনায়তন, শিক্ষা ও সংস্কৃতিক কেন্দ্র, বিচার ও সম্প্রীতি লেনদেন এর মিডিয়া,নেতৃত্ব ও আনুগত্যের সূতিকাগার।সমাজ জীবনে মসজিদের গুরুত্ব ও ভূমিকা অপরিসীম। মসজিদ শুধু ইবাদত উপাসনার স্থান নয় বরং তা মুসলমানদের যাবতীয় কার্যকলাপের প্রাণকেন্দ্র। মসজিদ সমাজের সাংস্কৃতিক,ঐক্য সংহতির কেন্দ্রভূমি। মুসলিম জাতির ইমান-আকিদা, ইবাদত -বন্দেগী হতে আরম্ভ করে তাদের শিক্ষা -দীক্ষায়, জ্ঞান- বিজ্ঞান চর্চা,শাসন-সংস্কার,রাষ্ট্র পরিচালনা, গবেষণা, সমস্যা নির্ণয় ও সমাধান চিন্তা এবং বাস্তবায়ন ও কার্যকর করার কেন্দ্র রূপে মসজিদের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আদর্শ সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের জন্য মসজিদের অপরিহার্যতা অনস্বীকার্য।

মসজিদের পরিচয়

মসজিদের অর্থ সেজদার স্থান। ইসলামী পরিভাষায় নামাজের জন্য ওয়াক্ফকৃত নির্দিষ্ট স্থানকে মসজিদ বলে। মসজিদকে মহান আল্লাহর ঘর বলা হয়ে থাকে।'সাজদাহ' শব্দ থেকে মসজিদের উৎপত্তি।গঠনরীতি অনুসারে শব্দটি মাসজাদ হওয়া দরকার ছিল, কিন্তু এর ব্যাপক অর্থের কারণে মাসজাদ না হয়ে মসজিদ হয়েছে। কেননা মসজিদ শুধু সিজদার স্থান নয়। এতে সালাতসহ আরো বহু কাজ আঞ্জাম দিতে হয়। সেজন্য মসজিদ প্রথম দিন থেকেই আল্লাহর হক ও বান্দার হকের কেন্দ্র হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। পৃথিবীর সর্ব প্রথম মসজিদ মক্কার কাবা শরীফ।আর দ্বিতীয় প্রাচীনতম মসজিদ 'মাসজিদুল আকসা'। মসজিদ ইসলামী সমাজের প্রাণকেন্দ্র এবং এটি একটি পবিত্রতম স্থান। ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় মসজিদ একাধারে ইবাদত বন্দেগীর স্থান, সামাজিক ও

ধর্মীয় মিলনায়তন, শিক্ষা ও সংস্কৃতিক কেন্দ্র, বিচার ও সম্প্রীতি লেনদেন এর মিডিয়া, নেতৃত্ব ও আনুগত্যের সূতিকাগার।তাই মুসলিম সমাজে মসজিদের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

ইসলামী পরিভাষায় মসজিদ

স্থায়ীভাবে সালাত আদায়ের জন্য যে ঘর নির্মাণ করা হয়েছে, তাকে শরীয়তের পরিভাষায় মসজিদ বলে। শরীয়তের দৃষ্টিতে মসজিদের মূল অর্থ হলো ভূখণ্ডের এক টুকরো জায়গা যেখানে আল্লাহর জন্য সেজদা করা হয়। কারণ যাবের রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,
"আমার জন্য জমিনকে মসজিদ ও পবিত্র করা হয়েছে। আমার উম্মতের কোনো ব্যক্তিকে যেখানেই সালাত পেয়ে থাকে, সে যেন সেখানেই সালাত আদায় করে নেয়।"(সহীহ বুখারী -৩৩৫, সহীহ মুসলিম -৫২১)
এটি আমাদের নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিশেষ বৈশিষ্ট্য। তাঁর পূর্বে যারা নবী ছিলেন তাঁদের জন্য সব স্থানে সালাত আদায় করার অনুমতি ছিল না, তাঁদেরকে শুধুমাত্র গির্জা ও উপাসনালয়ে সালাত আদায় করতে হতো। আবু যর রাদিআল্লাহু আনহু এর হাদীস দ্বারা বিষয়টি প্রমাণিত। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,
"যেখানেই তোমাকে সালাত পেয়ে বসে, তুমি সালাত আদায় করো, এটিই মসজিদ।"(সহীহ বুখারী -৪২৫, সহীহ মুসলিম -৫২০)
নববী রাহিমাহুললাহ বলেছেন,শরীয়ত যে সব স্থানে সালাত আদায় করতে নিষেধ করেছে, যেমন-কবরস্থান,নাপাক স্থান, ময়লা আবর্জনা ফেলার স্থান ইত্যাদি ছাড়া বাকি সব জায়গায় সালাত আদায় করা জায়েয আছে। অনুরূপভাবে যে কোন কারনেই হোক, যে সব স্থানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন, যেমন -উট বাঁধার স্থান, মানুষের চলাচল এর স্থান, গোসলখানা ইত্যাদি, সেই

সব স্থানে সালাত আদায় করা যাবে না।জামে' হলো মসজিদের একটি গুণ।এ নামে নামকরণ করার কারণ হলো, মসজিদ মুসল্লিদের একত্র করে বা মসজিদে মুসল্লিরা একত্র হয়। মসজিদ হলো লোকজনের একত্র হওয়ার আলামত।এ কারণেই মসজিদকে জামে মসজিদ বলা হয়ে থাকে। যে মসজিদে জুমুআহর সালাত আদায় করা হয়, সে মসজিদকে ও জামে মসজিদ বলা হয়ে থাকে, যদিও মসজিদটি ছোট হয়। কারণ নির্দিষ্ট সময়ে এ মসজিদটি মানুষকে একত্র করে।

মসজিদের গুরুত্ব

মসজিদের গুরুত্ব,সম্মান ও ফযিলত বুঝানোর জন্য আল্লাহ তায়ালা কুরআনে আঠারো স্থানে মসজিদের আলোচনা করেছেন। আল্লাহর কাছে মসজিদের মহান মর্যাদা ও সম্মানের কারণে তিনি মসজিদকে নিজের প্রতি সম্পর্কিত করেছেন। আল্লাহর দিকে সম্পর্কিত বিষয়গুলো দুই প্রকার -

প্রথম প্রকার-এমন কিছু সিফাত যেগুলো নিজে নিজে স্বয়ংক্রিয়ভাবে কায়েম হতে পারে না।যেমন-ইলম, কুদরত, বক্তব্য, শ্রবণ ও দৃষ্টি। এগুলো হলো,গুণ ও বৈশিষ্ট্যকে গুণান্বিত সত্তার সাথে সম্পর্কিত করা। সুতরাং আল্লাহর ইলম, কুদরত, হায়াত, চেহারা,হাত সব ই আল্লাহর সিফাত। আল্লাহর কোন মাখলুক এ সব গুণে তার সদৃশ হতে পারে না।

দ্বিতীয় প্রকার -এমন কতক বস্তুকে আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত করা যেগুলো তার থেকে আলাদা।যেমন-যর,উট,বান্দা, রাসূল,রূহ ইত্যাদি। এটি হলো মাখলুকের সম্বন্ধ তার খালেকের দিকে। তবে আল্লাহর সাথে এ ধরণের সম্বন্ধ সংশ্লিষ্ট বিষয়কে এমন বিশেষত্ব ও সম্মানের অধিকারী করে থাকে যা অন্য বস্তুর তুলনায় স্বতন্ত্র ও আলাদা। আল্লাহ তায়ালা মসজিদসমূহকে তাঁর নিজের দিকে সম্পর্কিত করেছেন যা সম্মান ও মর্যাদাপূর্ণ বলে বিবেচিত। আল্লাহ বলেন,

"আর তার চেয়ে অধিক জালেম কে, যে আল্লাহর মসজিদসমূহে তাঁর নাম স্মরণ করা থেকে বাধা প্রদান করে এবং তা বিরান করতে চেষ্টা করে?"(সূরা বাকারা:১১৪)
"একমাত্র তারাই আল্লাহর মসজিদসমূহ আবাদ করবে,যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান রাখে।"(সূরা তওবা:১৮)
"আর নিশ্চয়ই মসজিদগুলো আল্লাহর জন্য।কাজেই তোমরা আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে ডেকো না।"(সূরা জ্বিন:১৮)
সমগ্র পৃথিবীর প্রতিটি ধূলা কণার মালিক,খালেক ও নিয়ন্ত্রক আল্লাহ হওয়া সত্ত্বেও, মসজিদের বিশেষ মর্যাদা ও ভিন্ন বৈশিষ্ট্য রয়েছে। কারণ মসজিদ বেশ কতক ইবাদত -বন্দেগী ও আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য নির্মাণ করা হয়। মসজিদ আল্লাহর জন্য, আল্লাহ ছাড়া আর কারো জন্য নয়।যেমনি ভাবে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর বান্দাদের যেসব ইবাদত তার জন্য করার নির্দেশ দিয়েছেন,সে ইবাদতগুলো আল্লাহ ছাড়া আর কারো জন্য করা বৈধ নয়, অনুরূপভাবে মসজিদ ও আল্লাহ ছাড়া আর কারো জন্য বানানো বৈধ নয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,"আল্লাহর ঘর সমূহ হতে কোন ঘরে আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াত করা ও শিক্ষা করার জন্য যখন কোন সম্প্রদায় একত্র হয়, তাদের উপর শান্তি নাযিল হয়,রহমত তাঁদেরকে ঢেকে ফেলে এবং আল্লাহ তায়ালা তাঁর যেসব ফেরেশতা আছে, তাদের নিকট তাদের আলোচনা করেন।"(সহীহ মুসলিম:২৬৯৯)
আল্লাহ বলেন,"আর আল্লাহ যদি মানব জাতির একদলকে অপর দল দ্বারা দমন না করতেন, তবে বিধ্বস্ত হয়ে যেত খৃষ্টান সন্ন্যাসীদের আশ্রম, গির্জা,ইয়াহুদিদের উপাসনালয় ও মসজিদসমূহ যেখানে আল্লাহর নাম অধিক স্মরণ করা হয়। আল্লাহ অবশ্যই তাকে সাহায্য করেন, যে তাঁকে সাহায্য করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ শক্তিমান, পরাক্রমশালী।"(সূরা হজ্জ:৪০)
ইমাম ইবনে জারির রাহিমাহুল্লাহ বলেন,এ আয়াতের সঠিক ব্যাখ্যা সম্পর্কে উত্তম কথা হল, আল্লাহ তায়ালা আমাদের জানিয়ে দেন -যদি তিনি মানুষকে মানুষের মাধ্যমে প্রতিহত না করতেন, তাহলে উল্লেখিত স্থান সমূহ ধ্বংস হয়ে যেতো। আর আল্লাহ

তায়ালা কতক মানুষ দ্বারা কতককে ধ্বংস করার অপর অর্থ হলো, মুসলিমদের মাধ্যমে মুশরিকদের প্রতিহত করা। প্রতিহত করার অপর অর্থ হলো,যারা ক্ষমতাশীল তাদের মাধ্যমে তাদের প্রজাদের জুলুম অত্যাচার করা হতে প্রতিহত করা।প্রতিহত করার অপর অর্থ হলো,যারা অন্যের হক বা অধিকারকে ছিনিয়ে নেয়ার জন্য মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়ার অনুমতি দেন, তাদের প্রতিহত করা।

ইমাম ইবনে কাসীর রাহিমাহুল্লাহ বলেন, যদি আল্লাহ এক সম্প্রদায় থেকে অপর সম্প্রদায়ের লোকদের জুলুম -অত্যাচার ও অন্যায় -অনাচারকে প্রতিহত না করতেন, তাহলে জমিন ধ্বংস হয়ে যেতো এবং শক্তিশালী লোকেরা দুর্বল লোকদের নিষ্পেষিত করে দিত।

যে ব্যক্তি মসজিদ সমূহের পক্ষে লড়াই করে এবং আল্লাহর দ্বীনকে সহযোগিতা করে, আল্লাহ তায়ালা তাকে সাহায্য করবেন। আল্লাহ বলেন,"তারা এমন যাদেরকে আমি যমীনে ক্ষমতা দান করলে তারা সালাত কায়েম করবে, যাকাত দিবে এবং সৎ কাজের আদেশ দিবে এবং অসৎ কাজের থেকে নিষেধ করবে; আর সব কাজের পরিণাম আল্লাহর ই নিয়ন্ত্রণে।(সূরা হজ্জ:৪১)

মসজিদের গুরুত্ব ও ফজিলত অধিক হওয়ার কারণে, মসজিদ নির্মাণে বাধা দেয়াকে দুনিয়াতে আল্লাহ তায়ালা সবচেয়ে নিকৃষ্ট ও বড় অন্যায় বলে আখ্যায়িত করেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন,"আর তার চেয়ে অধিক জালেম কে, যে আল্লাহর মসজিদসমূহে তাঁর নাম স্মরণ করা থেকে বাধা প্রদান করে এবং তা বিরাণ করতে চেষ্টা করে?"(সূরা বাকারা:১১৪)

সুতরাং মসজিদের মান- মর্যাদা ও সম্মানকে সমুন্নত রাখতে হবে।

মসজিদের ফযিলত সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীস

আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,"আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় স্থান হলো মসজিদসমূহ আর আল্লাহর নিকট সর্বাধিক নিকৃষ্ট স্থান হলো বাজার সমূহ।"(সহীহ মুসলিম:৬৭১)

ইমাম নববী রাহিমাহুললাহ হাদীসটির ব্যাখ্যায় বলেন, কারণ মসজিদগুলো হল আল্লাহর ইবাদত বন্দেগীর যর এবং এগুলোর বুনিয়াদ হলো তাকওয়া নির্ভর।আর বাজার হল ধোঁকা, প্রতারণা,সুদ- ঘুষ, মিথ্যাচার, মারামারি, হানাহানি,ওয়াদা ভঙ্গ করা, আল্লাহর জিকির হতে বিরত রাখা ইত্যাদির স্থান।

মসজিদে যাতায়াতকারীর শ্রেষ্ঠত্ব

হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,"যারা অন্ধকারে মসজিদে যায়, কিয়ামতের দিনে তাদের পূর্ণ জ্যোতির সুসংবাদ দাও।"(আবু দাউদ:৫৬১;তিরমিজি:২২৩; ইবনে মাজাহ:৭৮১)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,"যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যা মসজিদে উপস্থিত হয়, সকাল-সন্ধ্যার যখনি সে মসজিদে উপস্থিত হয় , আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি স্থান প্রস্তুত করেন।"(বুখারী:৬৬২; মুসলিম:৬৬৯)

অন্য হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,"মসজিদে আগমনকারী ব্যক্তি আল্লাহর যিয়ারতকারী মেহমান, আর অতিথি সেবকের কর্তব্য হলো মেহমানের সম্মান করা।"(আত-তবারি ফিল কাবীর ৬/২২৫)

আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,"সাত ধরনের মানুষকে আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাঁর ছায়ার নিচে আশ্রয় দিবেন, যেদিন তাঁর ছায়া ছাড়া আর কোনো ছায়া থাকবে না। তার মধ্যে এক শ্রেণীর লোক সে,যার অন্তর মসজিদের সাথে লেগে থাকে। অর্থাৎ মসজিদ থেকে সালাত

আদায় করে বের হওয়ার পর আবার অন্য সালাতে মসজিদে যাওয়ার জন্য তার মন উদগ্রীব থাকে।"(বুখারী:৬৬০, মুসলিম:১০৩১)

সর্বোত্তম মসজিদসমূহ

তিনটি মসজিদ জমীনে সর্বোত্তম মসজিদ-আল মাসজিদুল হারাম, মসজিদ আন-নববী ও আল-মাসজিদুল আকসা। আবু যর রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,"আমি জিজ্ঞেস করলাম,হে আল্লাহর রাসূল! সর্বপ্রথম কোন মসজিদটি দুনিয়াতে নির্মাণ করা হয়েছে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,আল মাসজিদুল হারাম, এরপর কোনটি? বললেন, আল মাসজিদুল আকসা। আমি বললাম, উভয়ের মাঝে সময়ের ব্যবধান কত? তিনি বললেন,৪০ বছর।"(বুখারী:৪২৫, মুসলিম:৫২০)

জাবের রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,"আমার মসজিদে সালাত আদায় করা, মসজিদে হারাম ছাড়া অন্য যে কোন মসজিদে এক হাজার সালাত আদায় করা হতে উত্তম।"(ইবনে মাজাহ:১৪০৬, আহমদ ৩৪৩/৩)

অপর হাদিসে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,"বাইতুল মাকদিসে সালাত আদায় করা অন্য মসজিদে পাঁচ শত সালাত আদায় করার সমান।"(ফাতহুল বারী, ইবনে হাজার ৬৭/৩)

আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,"তিন মসজিদ ব্যতীত অন্য কোন মসজিদের উদ্দেশ্য ভ্রমণ করা যাবে না। মসজিদ তিনটি হল , আমার এ মসজিদ, মসজিদে হারাম ও মসজিদে আকসা"।(মুসলিম:১৩৯১)

তিনটি মসজিদের পর সর্বোত্তম মসজিদ হল মসজিদে কুবা। আবদুল্লাহ বিন ওমর রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

প্রতি সপ্তাহে একদিন মসজিদে কুবায় পায়ে হেঁটে বা আরোহণ করে উপস্থিত হতেন।"আবদুল্লাহ বিন ওমর রাদিআল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অনুকরণ করতেন। মুসলিমের বর্ণনায় হাদীসটি এ শব্দে বর্ণিত, তিনি বলেন,"রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদে কুবায় পায়ে হেঁটে ও আরোহণ করে উপস্থিত হতেন এবং তাতে তিনি দুই রাকাত সালাত আদায় করতেন।"(বুখারী:১১৯৩, মুসলিম:১৩৯৯)

সাহাল বিন হুনাইফ রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,"যে ব্যক্তি স্বীয় গৃহে পবিত্রতা অর্জন করল, অতঃপর মসজিদে কুবাতে উপস্থিত হয়ে দুই রাকাত সালাত আদায় করল, তার জন্য ওমরাহ করার সওয়াব মিলবে।"(সুনান নাসাঈ:৭০০, ইবনে মাজাহ:১৪১২)

উসাইদ বিন যুহাইর আল আনসারী রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,"মসজিদে কুবাতে সালাত আদায় করা ওমরাহ পালন করার সমান।"(তিরমিজি:৩২৪)এ সওয়াব তার জন্য যে মসজিদে কুবার উদ্দেশ্যে সফর করে নাই বরং সে শুধু মদীনা হতে গিয়ে মসজিদে কুবাতে সালাত আদায় করে অথবা সে মদীনার মসজিদের উদ্দেশ্যে সফর করে এবং সেখান থেকে মসজিদে কুবাতে যিয়ারত করতে গিয়েছে এবং তাতে সালাত আদায় করেছে।

মসজিদ বানানো ও মসজিদ আবাদ করার ফযিলত

মসজিদ সমূহের আবাদ, মসজিদ বানানো , পরিষ্কার করা, মসজিদে বিছানা বিছানো,ও মসজিদ থেকে নাপাকি দূর করা ইত্যাদি বিভিন্ন কর্ম দ্বারা হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে মসজিদে সালাত আদায়, সালাতের জামায়াতে উপস্থিত হওয়া , মসজিদে শিক্ষা দেয়া, শিক্ষা নেয়া ইত্যাদির জন্য বারবার মসজিদে গমন করা দ্বারাও মসজিদ আবাদ করা হয়ে থাকে।এ ছাড়াও আরো যত ধরনের ইবাদত যা কেবল আল্লাহর জন্য করা হয়ে থাকে সে সবের উদ্দেশ্যে মসজিদে গমন করা।আর যাবতীয় সব ইবাদত -বন্দেগী

আল্লাহর জন্যই। যেমন -আল্লাহ তায়ালা বলেন,"সে সব ঘরে, যাকে সমুন্নত করতে এবং যেখানে আল্লাহর নাম জিকির করতে আল্লাহ ই অনুমতি দিয়েছেন। সেখানে সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর তাসবিহ পাঠ করে সে সব লোক, যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহর জিকির, সালাত কায়েম করা ও জাকাত প্রদান করা থেকে বিরত রাখে না।তারা সেদিনকে ভয় করে, যে দিন অন্তর ও দৃষ্টি সমূহ উল্টে যাবে।যেন আল্লাহ তাদেরকে প্রদান করেন উত্তম প্রতিদান ঐ আমলের যা তারা করেছে এবং স্বীয় অনুগ্রহে তাদেরকে আরো বাড়িয়ে দেন।আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বেহিসাব রিযিক প্রদান করেন।"(সূরা নূর:৩৬-৩৮)

আল্লাহ তায়ালা মসজিদ বানানো, সমুন্নত রাখা, আবাদ করা ও পবিত্র করার নির্দেশ দেন।

আমর ইবনে মাইমুন রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাহাবীদের বলতে দেখেছি, তারা বলেন, "মসজিদসমূহ আল্লাহর ঘর। যে ব্যক্তি আল্লাহর মসজিদ সমূহ যিয়ারত করে,তার সম্মান করা আল্লাহর জন্য ওয়াজিব।"(আল্লামা ইবনে জারির;১৮৯/১৯)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদ বানানো বিষয়ে মানুষকে উৎসাহ দেন এবং তাদের নসিহত করেন। ওসমান রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,"যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য একটি মসজিদ বানায়,"বুকাইর বলেন, আমার বিশ্বাস তিনি বলেছেন,'তার দ্বারা সে আল্লাহর সন্তোষ লাভের আশা করে ' আল্লাহ তায়ালা জান্নাতে তার জন্য একটি ঘর বানাবেন।(বুখারী:৪৫০, মুসলিম:৫৩৩)

আনাস রাদিআল্লাহু আনহু এর হাদীসে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,"যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য একটি মসজিদ বানায় ছোট হোক বা বড় হোক, আল্লাহ তায়ালা তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর বানাবেন।"(তিরমিজি:৩১৯)

আবু যর রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত,রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,"যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য একটি ঘর বানায় যদিও সেটি একটি পাখির বাসার

সমান হয়, আল্লাহ তায়ালা তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর বানাবেন।"(তারগীব ও তারহীব ২৬২/১)

হাফিজ ইবনে হাজার রাহিমাহুল্লাহ বলেন, অধিকাংশ আলেমগণ কথাটিকে 'মুবালাগা' বলে ব্যাখ্যা করেছেন কারণ যে জায়গায় পাখি তার ডিম রাখে ও তাপ দেয়ার জন্য তালাশ করে,তা সালাত আদায় করার জন্য যথেষ্ট নয়। আবার কেউ কেউ বলেন, কথাটি দ্বারা বাহ্যিক অর্থ ই উদ্দেশ্য; অর্থাৎ, কোনো ব্যক্তি মসজিদের প্রয়োজনে উল্লেখিত পরিমাণ জায়গা মসজিদের জন্য বাড়াল অথবা একটি মসজিদ নির্মাণে একাধিক লোক অংশগ্রহণ করল এবং প্রতিটি ব্যক্তির অংশ উল্লেখিত পরিমাণ হল, তাহলে সেও এ পুরস্কারের অধিকারী হবেন।এ অর্থ তখন যখন মসজিদ দ্বারা উদ্দেশ্য হবে, আমরা মসজিদ বলতে যা বুঝি অর্থাৎ যে ঘরকে সালাত আদায় করার জন্য নির্মাণ করা হয়ে থাকে।

আল্লামা ইবনে হাজার রাহিমাহুল্লাহ আল্লামা ইবনুল জাওযী রাহিমাহুল্লাহ হতে বর্ণনা করে বলেন, যে ব্যক্তি মসজিদ নির্মাণ করে, তাতে তার নাম লিপিবদ্ধ করে, সে ইখলাস হতে অনেক দূরে সরে যায়।(ফাতহুল বারী ৫৪৫/১)আর যে ব্যক্তি টাকার বিনিময়ে মসজিদ নির্মাণ করে, সে কখনো এ সওয়াব পাবে না।কারণ তার কোনো ইখলাস নাই। যদিও তার ইখলাস অনুযায়ী তাকে কিছু সওয়াব দেয়া হবে। তার মধ্যে পরিপূর্ণ ইখলাস না থাকায় সে পুরো সওয়াব পাবে না। আর পরিপূর্ণ ইখলাস তখন সাব্যস্ত হবে যখন সে কোন বিনিময় গ্রহণ করবে না।(ফাতহুল বারী ৫৪৫/১)

আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,"একজন মুমিনের মৃত্যুর পর তার নেক আমল ও নেকীসমূহ যা তার সাথে সম্পৃক্ত হবে,তা হলো যে ইলম সে শিক্ষা দিয়েছে এবং প্রসার করেছে।আর যে সব নেক সন্তান সে দুনিয়াতে রেখে গেছে এবং কুরআনের মুসহাফ সে রেখে গেছে অথবা কোন মসজিদ নির্মাণ করেছে কিংবা মুসাফিরদের জন্য কোনো ঘর বানিয়েছে, অথবা কোন একটি পানির ঝর্ণা প্রবাহিত করেছে বা তার স্বীয় সম্পদ হতে তার সুস্থ থাকা

অবস্থায় বা জীবদ্দশায় দান-খয়রাত করেছে,যা তার মৃত্যুর পর তার সাথে সম্পৃক্ত হবে।"(ইবনে মাজাহ:২৪২)

মসজিদ নির্মাণ করার সওয়াব

মসজিদ হলো মুসলিম সমাজের মূল কেন্দ্র।এ কারণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হিজরতের প্রথম দিন ই মসজিদ নির্মাণের কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন। মদীনায় হিজরতের সময় যাত্রাবিরতিকালে তিনি কুবা নামক স্থানে ইসলামের প্রথম মসজিদ নির্মাণ করেন।পরে মদীনায় পৌঁছে তিনি মসজিদে নববী স্থাপন করেন। এবং সেখান থেকেই ইসলামের জ্যোতি বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেন। মসজিদ নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণকারীদের মহান আল্লাহ ভীষণ পছন্দ করেন। মসজিদ নির্মাণ এমন একটি পূণ্যময় কাজ,যার সওয়াব মৃত্যুর পর ও অব্যাহত থাকে।যত দিন সেই মসজিদে আল্লাহর ইবাদত হবে,তত দিন নির্মাণকারী এর সওয়াব পেতে থাকে। ইরশাদ হয়েছে,"সাত ধরনের আমলের প্রতিদান মৃত্যুর পর কবরেও জারি থাকে।১) যে ব্যক্তি কাউকে ইলম শিক্ষা দিবে ২) যে নদী প্রবাহিত করতে সহযোগিতা করবে ৩) অথবা কূপ খনন করবে ৪) অথবা গাছ রোপণ করবে ৫) অথবা মসজিদ নির্মাণ করবে ৬) অথবা কুরআন বিতরণ করবে ৭) অথবা সুসন্তান রেখে যাবে যে তার মৃত্যুর পর তার জন্য দোয়া করবে।(আল বাহরুজ জাইকার:১৩/৪৮৪)

উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা বুঝা যায়, মসজিদ নির্মাণ অত্যন্ত সওয়াবের কাজ। আল্লাহর প্রিয় হওয়ার মাধ্যম। কিন্তু শর্ত হল এতে কোন রকমের অহমিকা, গৌরব অনুপ্রবেশ করতে দেয়া যাবে না। মসজিদ নির্মাণের মাধ্যমে সমাজে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করা যাবে না। মসজিদ নির্মাণ করতে হবে, একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। মসজিদ নিয়ে অহংকার করা কেয়ামতের আলামত। হাদীসে এসেছে,"লোকেরা মসজিদ নিয়ে পরস্পর গৌরব ও অহংকারে মেতে না উঠা পর্যন্ত কেয়ামত সংঘটিত হবে না।"(আবু দাউদ:৪৪৯)তাই আমাদের উচিত একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় মসজিদ নির্মাণ

করা।কারো সেই সামর্থ্য না থাকলে কমপক্ষে সহযোগিতা করবে। মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণে আত্মনিয়োগ করবে। মসজিদকে সর্বদা পরিচ্ছন্ন ও সুগন্ধিময় করে রাখবে। আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,"রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাড়ায় পাড়ায় মসজিদ নির্মাণ করার এবং তা পরিচ্ছন্ন ও সুগন্ধিময় রাখার নির্দেশ দিয়েছেন।"(আবু দাউদ:৪৫৫) সবচেয়ে বড় দায়িত্ব হলো, মুসল্লিদের মসজিদে এসে নামাজ পড়ার দাওয়াত দেয়ার মাধ্যমে নামাজ কায়েম করা। আল্লাহকে ভুলে যাওয়া মানুষকে আল্লাহর পথে নিয়ে আসা। মসজিদের সঙ্গে তাদের মন সম্পৃক্ত করে দেয়া। কেয়ামতের দিন সেসব মানুষকে আরশের ছায়ায় স্থান দেওয়া হবে, যাদের অন্তর মসজিদের সাথে লেগে থাকে। মহান আল্লাহ আমাদের সবাইকে সেই সৌভাগ্যবান লোকদের অন্তর্ভুক্ত করুন, আমীন।

মসজিদ পরিচালনার দায়িত্ব পালনকারী

আল্লাহ তায়ালা মসজিদে দায়িত্ব পালন করার জন্য কিছু বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন,"এমন হতে পারে না যে, মুশরিকরা আল্লাহর মসজিদ সমূহ রক্ষণাবেক্ষণ করবে যখন তারা নিজেদের কুফরীর স্বীকৃতিদাতা। তাদের সব কর্ম নিষ্ফল এবং তারা জাহান্নামে স্থায়ীভাবে থাকবে।"(সূরা তওবা:১৭)

মসজিদ পরিচালনার দায়িত্ব পালনকারীর বৈশিষ্ট্য হলো:

১) পরিপূর্ণ ঈমানদার হওয়া: মসজিদে যারা দায়িত্ব পালন করবে, তাদেরকে পরিপূর্ণ ঈমানদার হতে হবে যা আল্লাহ তায়ালার দেয়া শর্ত। ইমানদারগণ ছাড়া অন্য ধর্মের মানুষ আল্লাহর ঘর মসজিদ সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান রাখে না, সম্মান করতে জানে না এবং মসজিদের পরিচর্যা ও রক্ষণাবেক্ষণ করতে জানে না। স্বভাবতই ঈমানদারদের মসজিদের প্রতি টান বেশি থাকে।

২) পরকালের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসী হওয়া: পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করাই ঈমান।আখিরাতের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস না থাকলে পরিপূর্ণ ঈমানদার হওয়া যায় না।তাই

যিনি মসজিদের দায়িত্ব পালন করবে তাকে অবশ্যই আখিরাতের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাসের মাধ্যমে পূর্ণ ঈমানদার হতে হবে। কাফের ও মুশরিকরা আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখে না।

৩) আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় না করা: যিনি মসজিদের দায়িত্ব পালন করবে, তিনি আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করতে পারবেন না। দুনিয়ার কোন মানুষকে ভয় করে অথবা মানুষের তোষামোদি করে তাকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করে এমন ধরনের মানুষ মসজিদের দায়িত্ব পালন করতে পারে না। একমাত্র কুরআন - সুন্নাহ অনুযায়ী মসজিদ পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রিত হবে।

৪) পাঁচ ওয়াক্ত নামাজী হওয়া

মসজিদে গমনের আদাব সমূহ

মসজিদে সালাত আদায়ের জন্য যাওয়ার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কতক আদব রয়েছে। নিম্নে সেগুলো আলোচনা করা হলো -

১)নিজ ঘরে ওজু করা এবং ওজুকে যথাযথ ও পরিপূর্ণ করা। আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,"যখন কোন ব্যক্তি পবিত্রতা অর্জন করে এবং পবিত্রতাকে খুব সুন্দর ভাবে করে,তারপর সে এ সব মসজিদসমূহ হতে কোন একটি মসজিদের দিকে যায়, আল্লাহ তায়ালা তার প্রতিটি কদমে একটি করে নেকী লিপিবদ্ধ করে, তার একটি মর্যাদাকে বৃদ্ধি করে এবং একটি করে গুনাহ ক্ষমা করে।"(সহীহ মুসলিম:৬৫৪)

২) দুর্গন্ধ হতে দূরে থাকা। জাবের বিন আব্দুল্লাহ রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,"যে ব্যক্তি পিঁয়াজ বা রসুন খায়, সে যেন আমাদের থেকে অথবা আমাদের মসজিদ থেকে দূরে থাকে এবং সে যেন তার নিজ ঘরে বসে থাকে।"মুসলিম শরীফের অপর এক বর্ণনায় বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,"নিশ্চয় ফেরেশতারা ঐ সব বস্তু হতে কষ্ট পায় যে বস্তু হতে মানুষ

কষ্ট পায়।"মুসলিমের আরেকটি বর্ণনায় বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,"যে ব্যক্তি পিঁয়াজ, রসুন ও কারাস খায় সে যেন আমাদের মসজিদের কাছেও না আসে। কারণ,আদম সন্তানেরা যে সব বস্তুতে কষ্ট পায়, ফেরেশতারাও তাতে কষ্ট পায়।"(বুখারী:৮৫৫, মুসলিম:৫৬৪)

৩) সুন্দর কাপড় পরিধান ও সৌন্দর্য গ্রহণ করবে। কারণ, আল্লাহ তায়ালা বলেন,"হে আদম সন্তান, তোমরা প্রতিটি সালাতের সময় তোমাদের সৌন্দর্যকে অবলম্বন করো"।(সূরা আরাফ:৩১)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,"নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা সুন্দর তিনি সৌন্দর্যকে পছন্দ করেন"।(সহীহ মুসলিম:৯১)

৪)ঘর থেকে বের হওয়ার দুআ পড়বে এবং সালাতের নিয়তে ঘর থেকে বের হবে।

৫) মসজিদে যাওয়ার সময় রাস্তায় এবং সালাতে আঙ্গুল ফোটাবে না।কা'ব বিন আজরা রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,"যখন তোমাদের কেউ সুন্দরভাবে ওজু করে, তারপর সে মসজিদের উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হয়,সে যেন তার আঙ্গুল গুলো না ফোটায়। কারণ, সে এখন সালাত-রত।(তিরমিজি:৩৮৭)

৬) মসজিদে যাওয়ার সময় শান্ত-সৃষ্ট ও গাম্ভীর্যের সাথে হাঁটবে। আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,"যখন তোমরা সালাতের ইকামত শুনবে, তোমরা শান্ত-সৃষ্ট ভাবে সালাতের দিকে অগ্রসর হও। তোমরা তাড়াহুড়ো করো না। তোমরা যা পাবে তা আদায় করবে, আর যা তোমাদের ছুটে যাবে তা পরিপূর্ণ করবে।"অপর শব্দে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,"যখন সালাতের ইকামত দেয়া হয়, তোমরা দৌড়াবে না। তোমরা শান্ত-সৃষ্ট ভাবে পায়ে হেঁটে সালাতে হাজির হও, যতটুকু পাও তা আদায় কর আর যতটুকু তোমাদের ছুটে যায়,তা তোমরা পরিপূর্ণ করো।"(বুখারী:৬৩৬, মুসলিম:৬০২)

উল্লেখিত হাদীসে শান্ত-সৃষ্ট ও নমনীয়তার সাথে সালাতে উপস্থিত হওয়ার প্রতি উৎসাহ দেয়া হয়েছে এবং দৌড়ে সালাতে আসতে নিষেধ করা হয়েছে।জুমুআহর সালাত হোক

বা অন্য যে কোন সালাত হোক না কেন। প্রথম তাকবীর পাক বা নাপাক সর্বাবস্থায় তাড়াহুড়ো থেকে বিরত থাকবে।আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাণীতে ইকামতের কথা উল্লেখ করার কারণ, অধিক সতর্ক করা ও বিশেষ গুরুত্ব দেয়া। কারণ, যখন ইকামত হয় তখন সালাতের কিছু অংশ ছুটে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।তখন যেহেতু তাড়াহুড়ো করতে নিষেধ করা হয়েছে, তাহলে ইকামতের পূর্বে দৌড়ে আসার কোনো প্রশ্ন ই উঠে না।এর কারণ বর্ণনা দিয়ে হাদীসের পরবর্তী অংশ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,"কারণ, যখন তোমাদের কেউ সালাতের ইচ্ছা করে, সালাতের মধ্যেই থাকে।"এ কথাটি সালাতে আগমনের পুরো সময়টাকে শামিল করে।তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরেকটি তাকীদ নিয়ে আসেন এবং বলেন,"তোমরা যা পেলে তা আদায় করো, আর যা ছুটে গেল,তা পরিপূর্ণ করো।"মোট কথা হাদীসে সতর্কতা ও তাকীদ সব ই বিদ্যমান,যাতে কেউ এ কথা বলতে না পারে এখানে নিষেধ করাটা শুধু তার জন্য যে সালাতের কিছু অংশ ছুটে যাওয়ার আশংকা না করে।এ কারণেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্পষ্ট করে দেন যে, যদিও সালাতের কিছু অংশ ছুটে যায়।আর ছুটে যাওয়া সালাত কি করবে তাও তিনি বলে দেন।

৭) মসজিদে প্রবেশ করার পূর্বে জুতাদ্বয় দেখে নিবে। যদি তাতে কোন নাপাক কিছু থাকে তাহলে তা মাটি দ্বারা মুছে নিবে। আবু সাঈদ খুদরী রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,"যখন তোমরা মসজিদে আসবে, তোমরা তোমাদের জুতার দিকে দেখ, যদি তোমরা তাতে কোন নাপাক বা ময়লা দেখ,তা মুছে ফেলো এবং জুতা সহ সালাত আদায় করো।"(আবু দাউদ:১০৭)

আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,"যদি তোমাদের কেউ তার জুতা দ্বারা কোন নাপাক বস্তু পাড়ায়, তার পবিত্রতা হল মাটি"।

৮) মসজিদে প্রবেশের সময় প্রথমে ডান পা বাড়িয়ে দিবে এবং মসজিদে প্রবেশের দোয়া পড়বে।আবি উসাইদ হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

বলেন,"যখন তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করে,সে যেন বলে,হে আল্লাহ তুমি আমার জন্য তোমার রহমতের দরজা সমূহ খুলে দাও।আর যখন বের হয়, তখন বলবে,হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট তোমার অনুগ্রহ কামনা করি"।(মুসলিম:১১৩)

৯) যখন মসজিদে প্রবেশ করবে যারা মসজিদের ভেতরে আছে, তাদের এমন আওয়াজে সালাম দিবে যাতে তারা শুনতে পায়। আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,"তোমরা ততক্ষন পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি ঈমানদার না হবে, আর ততক্ষন পর্যন্ত তোমরা ঈমানদার হবে না যতক্ষণ না তোমরা একে অপরকে ভালো না বাসবে।আর আমি কি তোমাদের এমন একটি জিনিস বলে দেব,যা করলে তোমরা একে অপরকে ভালোবাসবে? তোমরা তোমাদের নিজেদের মধ্যে সালামের প্রসার করো"।(মুসলিম:৫৪) আম্মার বিন ইয়াসিন রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত,"তিনটি বিষয় যে ব্যক্তি একত্র করবে,সে ঈমানকে একত্র করল। নিজের ব্যাপারে ইনসাফ করা, আলেমদের সালাম দেয়া এবং অভাবের সময় দান করা।"(বুখারী ১৫/১)

১০)তাহিয়্যাতুল মসজিদ দুই রাকাত সালাত আদায় করবে। আবু কাতাদাহ রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,"যখন তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করে,সে যেন দুই রাকাত সালাত আদায় করা ব্যতীত মসজিদে না বসে।"

১১) যখন কোন ব্যক্তি মসজিদের ভেতরে জুতা খুলে,সে যেন তা তার উভয় পায়ের মাঝখানে রাখে। আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,"যখন তোমাদের কেউ সালাত আদায় করে এবং জুতাদ্বয় খুলে ফেলে,সে যেন জুতাদ্বয় দ্বারা কাউকে কষ্ট না দেয়। জুতাদ্বয়কে তার উভয় পায়ের মাঝখানে রাখে অথবা জুতা নিয়ে সালাত আদায় করে। অপর বর্ণনায় বর্ণিত,"যখন তোমাদের কেউ সালাত আদায় করে,সে তার জুতাকে ডানদিকে রাখবে না এবং বাম দিকে ও না।তখন অপর ভাইয়ের ডানে হবে। হ্যাঁ, যদি তার বামে কেউ না থাকে,তখন

কোন অসুবিধা নাই।জুতাকে তার উভয় পায়ের মাঝখানে রাখবে।"(আবু দাউদ:৬৫৪,৬৫৫)

১২) কাউকে কষ্ট দেয়া ও ভিড় করা ছাড়া যদি সম্ভব হয়, ইমামের ডানপাশে প্রথম কাতারে বসবে। আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,"যদি মানুষ জানতো,আযান দেয়া ও প্রথম কাতারে বসার মধ্যে কত সওয়াব তা লাভ করার জন্য লটারি দেয়ার প্রয়োজন হলে তারা লটারিতে অংশগ্রহণ করত" ।(বুখারী:৬১৫, মুসলিম:৪৩৭)

আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,"আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর ফেরেশতাগণ কাতারের ডানদিকের উপর রহমত নাজিল করে"। (আবু দাউদ:৬৭৬, ইবনে মাজাহ:১০০৫)

১৩) মসজিদে কিবলামুখী হয়ে বসে কুরআন তেলাওয়াত করবে অথবা আল্লাহর জিকির করবে। আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "প্রতিটি বস্তুর একজন সর্দার রয়েছে।আর মজলিস সমূহের সর্দার হল কিবলাকে সামনে রেখে বসা।"(তাবরানী ২৭৮/৫)

১৪) সালাতের অপেক্ষা করার নিয়ত করবে এবং কাউকে কষ্ট দিবে না। কারণ,সে যতক্ষণ পর্যন্ত সালাতের অপেক্ষা করতে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত সে সালাতেই থাকবে। যতক্ষণ পর্যন্ত সে সালাতের আগে বা পরে স্বীয় জায়নামাজে অবস্থান করবে ফেরেশতারা তার উপর রহমতের দোয়া করতে থাকে। আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,"যতক্ষণ পর্যন্ত কোন বান্দা সালাতের অপেক্ষা করতে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত সে সালাতেই থাকবে।আর ফেরেশতারা বলবে হে আল্লাহ! তুমি তাকে ক্ষমা কর,হে আল্লাহ, তুমি তাকে দয়া কর।হে আল্লাহ তার তওবা কবুল কর, যতক্ষণ সে কাউকে কষ্ট না দেয় এবং নাপাক না হয়।"(বুখারী:৬৪৭, মুসলিম:৬৪৯)

১৫) যখন সালাতের ইকামত দেয়া হয়, তখন একমাত্র ফরজ সালাত ছাড়া আর কোন সালাত আদায় করবে না। আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,"যখন সালাতের ইকামত দেয়া হয়, তখন ফরজ সালাত ছাড়া আর কোন সালাত আদায় করা যাবে না "।(মুসলিম:৭১০)

১৬) মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় বাম পা সামনে বাড়াবে। কারণ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সাধ্য অনুযায়ী পবিত্রতা অর্জন, মাথা আঁচড়ানো, জুতা পরিধানসহ ইত্যাদি সব বিষয়ে ডান দিককে অধিক পছন্দ করেন। ইবনে ওমর রাদিআল্লাহু আনহু যখন মসজিদে প্রবেশ করতেন ডান পা দিয়ে শুরু করতেন এবং যখন বের হতেন, তখন বাম পা দিয়ে আরম্ভ করতেন।(বুখারী:৪২৬)

আনাস রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত,সুন্নত হল, যখন তুমি মসজিদে প্রবেশ করবে,ডান পা দিয়ে আরম্ভ করবে, আর যখন বের হবে, তখন বাম পা দিয়ে বের হবে।আর এ দুআ পড়বে,"আল্লাহর নামে, আর সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক রাসূলুল্লাহর উপর।হে আল্লাহ,তোমার অনুগ্রহ চাই।হে আল্লাহ আমাকে বিতাড়িত শয়তান থেকে রক্ষা কর।"(ইবনে মাজাহ:৭৭৩)

মসজিদের বিধানসমূহ

১) মসজিদসমূহ পরিষ্কার করা, মসজিদ সুগন্ধময় রাখা এবং মসজিদ সংরক্ষণ করা। আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত,"রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে বাড়িতে বাড়িতে (তথা এলাকায়) মসজিদ বানানো ও মসজিদ পরিষ্কার করা ও সুগন্ধময় করার নির্দেশ দেন।"(মুসনাদ আহমদ ২৭৯/৬)

সামুরা রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি তার ছেলের নিকট এ বলে চিঠি লিখেন- "অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে আমাদের এলাকায় মসজিদ বানানো এবং মসজিদের সংস্কার করা ও পবিত্র করার নির্দেশ দিতেন।"(আবু দাউদ:৪৫৬)

২) যখন মসজিদে যাবে তখন দুর্গন্ধ হতে দূরে থাকবে।ওমর বিন খাত্তাব রাদিআল্লাহু আনহু তার জীবনের শেষ প্রান্তে এসে মানুষকে এ বলে ভাষণ দেন,"হে মানুষ তোমরা

দুটি গাছ খাও,এ দুটিকে খবীস বলেই মনে করি।গাছ দুটি হল, পেঁয়াজ ও রসুন। আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখেছি, তিনি মসজিদে কোন মানুষ থেকে এ দুটি গাছের দুর্গন্ধ পেলে তাকে মসজিদ থেকে বের করে দিতেন। যদি কেউ খায় সে যেন গাছ দুটিকে সম্পূর্ণ পাক করে নেয়।"(মুসলিম:৫৬৬)

৩) মসজিদে সালাতের জামা'আত কায়েম করা ওয়াজিব।পুরুষের জন্য মসজিদ ছাড়া সালাত আদায় করা জায়েয নেই।যাবের রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,"আমাকে পাঁচটি জিনিস দেয়া হয়েছে যা আমার পূর্বে আর কাউকে দেয়া হয় নি। আমাকে এক মাসের দূরত্ব পর্যন্ত ভীতি দ্বারা সাহায্য করা হয়েছে। আমার জন্য জমিনকে মসজিদ ও পবিত্র করা হয়েছে। সুতরাং আমার উম্মত হতে যে কোন লোককে সালাতের ওয়াক্ত পেয়ে বসে সে যেন সালাত আদায় করে নেয়। আমার জন্য গণিমতের সম্পদকে হালাল করা হয়েছে যা আমার পূর্বে আর কারো জন্য হালাল করা হয় নি। আমাকে সুপারিশ দেয়া হয়েছে।আর প্রত্যেক নবী তার সম্প্রদায়ের লোকদের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে আর আমাকে সমগ্র মানুষের নবী বানিয়ে পাঠানো হয়েছে।"(বুখারী:৩৩৫, মুসলিম:৫২১)

ইমাম ইবনুল কাইয়ুম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, যে ব্যক্তি হাদীসসমূহে ভালোভাবে চিন্তা করে, তার নিকট এ কথা স্পষ্ট হবে, মসজিদে জামায়াতের সাথে সালাত আদায় করা ফরযে আইন। তবে কোন কোন অপারগতা এমন আছে যেগুলোর কারণে জামায়াত ও জুমার নামাজ ছেড়ে দেয়া বৈধ। কোন প্রকার অপারগতা ছাড়া মসজিদে উপস্থিত হওয়া ছেড়ে দেয়া,বিনা ওজরে জামায়াত ছেড়ে দেয়ার নামান্তর। সুতরাং আমরা যে সিদ্ধান্ত দ্বারা আল্লাহর দ্বীনকে মানব, একমাত্র ওজর ছাড়া মসজিদে সালাত আদায় করা হতে বিরত থাকা জায়েয নেই। আল্লাহ ই ভালো জানেন কোনটি বিশুদ্ধ।(আল্লামা ইবনুল কাইয়ুম,কিতাবুস সালাত,পৃ-৮৯)

৪) কবরকে মসজিদ বানানো হারাম।

আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,"আল্লাহ তায়ালা ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের অভিশাপ করেন।তারা তাদের নবীদের কবরকে মসজিদ বানিয়েছে।"(বুখারী:৪৩৬, মুসলিম:৫৩০)

আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা ও আবদুল্লাহ বিন আব্বাস তারা উভয়ে ইরশাদ করেন,"রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট যখন মালাকুল মাওত উপস্থিত হল, তখন তার চেহারার উপর একটি ওড়না রাখা হল। যখন তা দিয়ে তার চেহারা ঢেকে দেয়া হত, তখন তিনি তা খুলে ফেলতেন। তখন তিনি এ অবস্থায় বলেন,ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের উপর আল্লাহ তায়ালার অভিশাপ,তারা তাদের নবীদের কবরসমূহকে মসজিদ বানিয়েছেন।এ বলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তারা যা করত,তা থেকে উম্মতকে সতর্ক করেন।"(বুখারী:৪৩৬, মুসলিম:৫৩০)

জুনদব রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মৃত্যুর পাঁচ দিন পূর্বে আমি তাঁকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন,"আমি আল্লাহর নিকট তোমাদের মধ্য হতে কেউ আমার বন্ধু হওয়া থেকে মুক্তি চাচ্ছি। কারণ আল্লাহ তায়ালা আমাকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করেন যেমনটি তিনি ইব্রাহীমকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করেন। আমি যদি আমার উম্মত থেকে কাউকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করতাম তাহলে আমি আবু বকর রাদিআল্লাহু আনহুকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করতাম। মনে রেখ! তোমাদের পূর্বেকার লোকেরা তাদের নবী ও নেক লোকদের কবরসমূহকে মসজিদ বানাতো। মনে রেখ, তোমরা কবরসমূহকে মসজিদ বানিও না। কারণ, আমি তোমাদের এ থেকে নিষেধ করছি।"(মুসলিম:৫৩২)

আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত,উম্মে হাবিবা রাদিআল্লাহু আনহা ও উম্মে সালমা রাদিআল্লাহু আনহা তারা উভয়ে মুলকে হাবসাতে দেখা একটি উপাসনালয়ের কথা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট আলোচনা করেন,যার মধ্যে রয়েছে মূর্তি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তাদের মধ্যে যখন কোন ভালো লোক মারা যেত, তারা তাদের কবরের উপর মসজিদ বানাত এবং এ সব মূর্তিগুলো

তাদের আকৃতিতে তৈরি করত।এরা আল্লাহর কেয়ামতের দিন সর্বাধিক নিকৃষ্ট সৃষ্টি।"(বুখারী:৪২৭, মুসলিম:৫৩২)

৫)জরুরতের সময় কাফেরের মসজিদে প্রবেশ করা কোন প্রকার ক্ষতি করা ও কষ্ট দেয়া ছাড়া।

আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,"রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি সৈন্যদলকে নজদের দিকে প্রেরণ করলে তারা হানিফা গোত্র থেকে সুমামা ইবনুল আসাল নামক একজন লোককে ধরে নিয়ে আসেন এবং তাকে মসজিদের খুঁটিসমূহ হতে একটি খুঁটির সাথে বেঁধে রাখেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার নিকট গিয়ে বললেন, তাকে তোমরা ছেড়ে দাও। তারপর সে মসজিদের নিকট একটি বাগানের দিকে গিয়ে গোসল করল তারপর মসজিদে প্রবেশ করল এবং বলল, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল।"(বুখারী:৪৬২, মুসলিম:১৭৬৪)

এ হাদীসটি প্রমাণ করে যে, মুশরিক প্রয়োজনের সময় মসজিদে প্রবেশ করতে পারবে। তবে মসজিদে হারামে প্রবেশ করতে পারবে না।

৬) মসজিদে ভালো অর্থবোধক উপকারী কবিতা পড়া বৈধ।

আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,"ওমর রাদিআল্লাহু আনহু হাসসান বিন সাবেতের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন হাসসান মসজিদে কবিতা আবৃতি করছিলেন।ওমর রাদিআল্লাহু আনহু তার দিকে ক্ষিপ্ত হয়ে তাকালেন।তখন তিনি বললেন, আমি মসজিদে কবিতা আবৃতি করতাম যে অবস্থায় মসজিদে তোমার চেয়ে উত্তম ব্যক্তি ছিলেন।তারপর তিনি আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু এর দিকে তাকালেন এবং বললেন, আমি তোমাকে আল্লাহর শপথ দিয়ে বলছি, তুমি কি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কথা শুনো নি? আমার পক্ষ থেকে উত্তর দাও।(রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,"হে আল্লাহ তুমি তাকে রূহুল কুদস দ্বারা সাহায্য করো।"। উত্তরে আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু বলেন,'হ্যা'।(বুখারী:৪৫৩, মুসলিম:২৪৮৫)

৭) মসজিদে হারানো বস্তু সম্পর্কে জিজ্ঞেস না করা।

আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,"যে ব্যক্তি কোন মানুষকে মসজিদে হারানো বস্তু তালাশ করতে শুনবে, সে যেন বলে, আল্লাহ তায়ালা যেন, তোমাকে ফেরত না দেয়। কারণ মসজিদ সমূহ এ জন্য বানানো হয় নি।"(মুসলিম,কিতাবুল মাসজিদ)

বুরাইদা রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,"এক ব্যক্তি মসজিদের হারানো বস্তু সম্পর্কে ঘোষণা দিয়ে বলে, আমার লাল উট পেয়ে আমাকে কে খবর দিবে? তার কথা শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তুমি পাবে না, মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে মসজিদের উদ্দেশ্য সম্পাদন করার জন্য (হারানো বস্তুর ঘোষণা দেয়ার জন্য নয়)"।(মুসলিম:৫৬৯)

৮) মসজিদে বেচা কেনা করা হারাম। আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,"যখন কাউকে মসজিদে বিক্রি করতে বা খরিদ করতে দেখবে, তখন তাকে বলা, আল্লাহ তোমার ব্যবসায় কোন লাভ না দেক।আর যখন দেখবে কোন ব্যক্তি মসজিদে হারানো বস্তু তালাশ করছে, তখন তুমি বলবে, আল্লাহ যেন তোমার নিকট ফেরত না দেয়।"(তিরমিজি:১৩২১;নাসাঈ:১৭৬)

৯) মসজিদের ভেতরে হদ কায়েম করা যাবে না এবং কাউকে বন্দী রাখা যাবে না।

হাকিম বিন হিযাম রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,"রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদে কাউকে আটকে রাখা, গান গাওয়া ও হদ কায়েম করা হতে নিষেধ করেছেন।"(আবু দাউদ:৪৪৯০)

১০) মসজিদে ঘুমানো, খাওয়া, ঘর বানানো, অসুস্থ লোককে জায়গা দেয়া যাবে।

আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত,"খন্দকের যুদ্ধের দিন সায়াদ রাদিআল্লাহু আনহু আঘাত প্রাপ্ত হলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার জন্য মসজিদের ভেতরে একটি তাঁবু নির্মাণ করেন,যাতে তাকে কাছের থেকে দেখা শুনা করতে পারেন।"(বুখারী:৪৬৩, মুসলিম:১৭৬৯)

আবদুল্লাহ বিন ওমর রাদিআল্লাহু আনহু সম্পর্কে বর্ণিত, তিনি যখন অবিবাহিত যুবক ছিলেন, তখন মসজিদে ঘুমাতেন।(বুখারী:৪৪০, মুসলিম:২৪৭৯)

আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,"একজন কালো বাঁদির জন্য মসজিদে একটি তাঁবু ছিল।সে আমার নিকট এসে আমার সাথে কথা বলত। তিনি আরো বলেন, সে আমার সাথে যখন ই বসত তখন এ কথা গুলো বলত,'সে ঘটনার দিন, আমার প্রভুর একটি আশ্চর্য বিষয় সমূহের একটি আশ্চর্যের দিবস। তবে তিনি আমাকে কাফের শহর থেকে মুক্তি দিয়েছেন '।এ হাদীসটি দ্বারা প্রমাণিত হয়, যখন কোন ফিতনার আশংকা না থাকে তখন মুসলিম পুরুষ বা নারী উভয়ের জন্য রাতে বা দিনে মসজিদে ঘুমানো বৈধ, যদি তার কোনো ঘর বাড়ি না থাকে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুফফার অধিবাসীরা মসজিদে ঘুমাতো। আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,"আমি সত্তর জন সুফফার অধিবাসীদেরকে দেখেছি, তাদের কারো শরীরে কোন চাদর ছিল না। তারা হয়ত লুঙ্গি অথবা একটি কাপড় পরিধান করত যা তারা তাদের গলার সাথে বেঁধে রাখত। তাদের কাপড় কারো পায়ে অর্ধ পেন্ডলী পর্যন্ত আবার কারো টাখনু পর্যন্ত হত। তারা তাদের হাত কাপড়ের উভয় আচলকে একত্র করে ধরে রাখত,যাতে মানুষ তাদের সতর দেখতে না পারে।"(বুখারী:৪৪০)

আবদুল্লাহ বিন হারেস বিন জুয আয-যাবিদী রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,"আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যুগে মসজিদে গোস্ত ও রুটি খেতাম "।(ইবনে মাজাহ:৩৩০০)

১১) মসজিদে বৈধ খেলা জায়েয যেগুলোর অনুমতি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দিয়েছে। আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,"একদিন আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আমার কামরার দরজায় দেখলাম। তখন হাবশীরা মসজিদে খেলছিল।আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে তার চাদর দ্বারা ঢেকে রাখেন যাতে আমি তাদের খেলা দেখতে পাই।"অপর এক শব্দে হাদীসটি বর্ণিত,"হাবশীরা তাদের ডাল-সুরকী নিয়ে খেলাধুলা করছে, আমি তাদের

খেলা দেখছিলাম আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে আড়াল করে রাখেন। এভাবে আমি সারাক্ষণ দেখছিলাম যতক্ষণ আমি না ফিরতাম। তোমরা অপ্রাপ্ত বয়স্ক রমণী যে খেলাধূলায় মনোযোগী তার সম্মান কত তা তোমরা অনুমান করো।"(বুখারী:৪৫৪, মুসলিম:৮৯২)

আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,"একবার হাবশীরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট, অপর বর্ণনায় মসজিদে খেলছিল। তখন ওমর রাদিআল্লাহু আনহু এসে তাদের নিকট প্রবেশ করলেন এবং তাদের জন্য পাথর নিলেন এবং তাদেরকে পাথর দিয়ে আঘাত করলেন। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,হে ওমর তুমি তাদের ছেড়ে দাও।"(বুখারী:২৯০১, মুসলিম:৮৯৩)

১২) মসজিদকে উঁচু -মজবুত করা, সজ্জিত করা এবং মসজিদ বানানোর ক্ষেত্রে অপচয় না করার বিধান।

আনাস রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,"যতদিন পর্যন্ত মানুষ মসজিদ নিয়ে অহংকার না করবে ততদিন কেয়ামত হবে না।"অন্য হাদীসে বর্ণিত,"কেয়ামতের আলামত হল লোকেরা মসজিদ নিয়ে অহংকার করবে।"(আবু দাউদ:৪৪৯,নাসাঈ:১৪৮/১)

আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত,"আমাদেরকে মসজিদ উঁচু করার বিষয়ে নির্দেশ দেয়া হয় নি"।"(আবু দাউদ:৪৪৮)

তিনি আরো বলেন,"তোমরা মসজিদকে সেভাবেই সাজাবে যেভাবে ইয়াহুদী খৃষ্টানরা তাদের উপাসনালয় সাজাতো।"(বুখারী:৪৪৬, আবু দাউদ:৪৪৮)

আবু সাঈদ খুদরী রাদিআল্লাহু আনহু বলেন,"মসজিদের ছাদ ছিল, খেজুরের ডাল।"(বুখারী:৪৪৬)

১৩) মসজিদে বৈধ কথা- বার্তা বলাতে কোনো অসুবিধা নেই। জাবের রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,"সূর্য উদয় হওয়ার আগ পর্যন্ত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে স্থানে ফজরের সালাত বা সকালের সালাত আদায় করতেন, সে স্থান

থেকে উঠতেন না।আর যখন সূর্য উদয় হয়, তখন তা থেকে উঠে যেতেন।আর তারা জাহিলিয়্যাতের বিভিন্ন কাহিনী বলতেন এবং হাসাহাসি করতেন।"(মুসলিম:৬৭০)

১৪) মসজিদে বড় আওয়াজে কথা বলা নিষিদ্ধ। কারণ আওয়াজ বড় করাতে মুসল্লিদের মনোযোগ নষ্ট হয়। সুতরাং মসজিদে আওয়াজ বড় করা যাবে না, যদিও কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে হয়।

আবু সাঈদ খুদরী রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,"রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদে ইতিকাফ করছিল, তিনি সাহাবীদের শুনতে পেলেন,তারা বড় আওয়াজে কুরআন তেলাওয়াত করছে। তাদের তেলাওয়াত শুনে তিনি পর্দা খুলে বলেন, তোমরা সবাই আল্লাহর সাথে কথা বলছ,তাই তোমরা একে অপরকে কষ্ট দিবে না। তোমাদের কেউ কুরআন তেলাওয়াতে, অথবা সালাতে আওয়াজ বড় করবে না।(আবু দাউদ:১৩৩২)

১৫) মসজিদের খুঁটির মাঝখানে সালাত আদায় করা।

১৬)জুমুআহর সালাতের পূর্বে মসজিদ হালকা করা।

১৭) ঘুম আসলে স্থান পরিবর্তন করা। ইবনে ওমর রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,"আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, "যখন মসজিদে তোমাদের কারো তন্দ্রা আসে,সে যেন স্বীয় মজলিস থেকে উঠে অন্যত্র গিয়ে বসে।"(আবু দাউদ:১১৯,তিরমিজি:৫২৬)

১৮) মসজিদ ও বাজারে ধারালো অস্ত্র বহন হতে বিরত থাকা।

আবু মুসা আশারী রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,"যখন তোমাদের কেউ মসজিদে বা বাজারে অতিক্রম করে এবং তার সাথে রয়েছে তীর,সে যেন তার ধারালো লোহার দিকটিকে বিরত রাখে।"অথবা বলেন,"সে যেন তার হাত দিয়ে ধারালো অংশটুকু ধরে রাখে"।(ফাতহুল বারী:৪৪৬/১, মুসলিম:১৩৫)

১৯)বিনা ওজরে কাছের মসজিদ ছেড়ে অন্য মসজিদে যাওয়া হতে সতর্ক থাকা।

২০) মুসল্লিদের সামনে এবং তার সুতরার মাঝখানে না হাঁটা ।

২১) মসজিদে সালাত আদায়ের জন্য কোন স্থানকে নির্ধারিত না করা।

২২)বসার জন্য কাউকে তার জায়গা থেকে না উঠানো।

২৩)জুমুআহর দিন খুতবা শ্রবণের জন্য চুপ থাকা।

২৪) গোসল ফরজ হয়েছে এমন ব্যক্তি এবং ঋতুবতী মহিলা মসজিদে বসবে না।

মহিলাদের মসজিদে সালাত আদায় করা

মহিলাদের জন্য তাদের ঘরে সালাত আদায় করা ই উত্তম। যদি তাদের ঘর থেকে বের হওয়াতে কোন প্রকার ফিতনার আশংকা না থাকে এবং তারা এমন সাজ-সজ্জা গ্রহণ না করে,যা ফিতনার দিকে তাদের নিয়ে যায় -যেমন খুশবু ব্যবহার করা,বেপরদা হওয়া, সৌন্দর্য প্রকাশ করা ইত্যাদি তাহলে পুরুষদের উপর ওয়াজিব হল তাদের সালাতের জামায়াতে মসজিদে যাওয়ার জন্য অনুমতি দেয়া এবং তাদের নিষেধ না করা।

আবদুল্লাহ বিন ওমর রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,"যখন তোমাদের কোন নারী তোমাদের নিকট মসজিদে যাওয়ার অনুমতি চায়, তোমরা তাদের নিষেধ করো না।"মুসলিম শরীফে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,"তোমরা আল্লাহর বান্দীদের মসজিদে গমনে নিষেধ করো না"।(বুখারী:৫২৩৮, মুসলিম:৪৪২)

জয়নব আস-সাকাফী রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,"যখন তোমাদের কেউ মসজিদে উপস্থিত হয়, সে যেন খুশবু স্পর্শ না করে"।(মুসলিম:৪৪৩)

আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,"যে মহিলা বখুর গ্রহণ করে, সে যেন আমাদের সাথে এশার সালাতে উপস্থিত না হয়।"(মুসলিম:৪৪৪)

আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,"তোমরা তোমাদের নারীদের আল্লাহর মসজিদসমূহে যাওয়া হতে বারণ করো না। তবে তারা যেন খুশবু ছাড়া বের হয়।"(আবু দাউদ:৫৬৫)

আবদুল্লাহ ওমর রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,"মহিলাদের ঘরে সালাত আদায় করা, বারান্দায় সালাত আদায় করা হতে উত্তম।আর মহিলাদের খাস কামরায় সালাত আদায় করা, ঘরে সালাত আদায় করা হতে উত্তম।"(আবু দাউদ:৫৭০)

আবদুল্লাহ বিন ওমর রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,"আমরা যদি এ দরজাকে মহিলাদের জন্য ছেড়ে দেই,তা উত্তম হত।নাফে রাহিমাহুল্লাহ বলেন,"মৃত্যুর আগ পর্যন্ত ইবনে ওমর রাদিআল্লাহু আনহু এ দরজা দিয়ে প্রবেশ করেন নি।"(আবু দাউদ:৪৬২,৫৭১) অর্থাৎ, যদি আমরা এ দরজাকে মহিলাদের জন্য ছেড়ে দেই, তা উত্তম হত।যাতে মহিলারা সালাতের জামায়াতে উপস্থিত হলে, মসজিদে প্রবেশ করা ও বের হওয়ার সময় পুরুষদের সাথে মিশতে না হয়। সুতরাং মসজিদসমূহে মহিলাদের জন্য মসজিদে প্রবেশ করা ও বের হওয়ার জন্য বিশেষ দরজার ব্যবস্থা রাখা।যাতে তারা মসজিদে প্রবেশ করতে পারে এবং তা হতে বের হতে পারে। তবে শর্ত হল কোন ফিতনার আশংকা থাকা যাবে না। অন্যথায় তাদের মসজিদে আসতে নিষেধ করাই শ্রেয়।

মসজিদের মধ্যে ইলমের মজলিস

মসজিদের মধ্যে ইলমের মজলিস আল্লাহর নৈকট্য লাভের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায়। আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,"যে ব্যক্তি কোন মুমিন থেকে একটি দুনিয়াবি বিপদ দূর করে, আল্লাহ তায়ালা কিয়ামত দিবসের বিপদ সমূহ হতে একটি বিপদ দূর করবে।আর যে ব্যক্তি কোন অভাবীকে সচ্ছল করে দেয়, আল্লাহ তায়ালা দুনিয়া আখিরাতে তাকে সচ্ছলতা দান করবে।আর যে ব্যক্তি কোন মুসলিম ভাইয়ের দোষ ত্রুটি গোপন করে, আল্লাহ তায়ালা দুনিয়া ও আখেরাতে তার দোষ ত্রুটি গোপন রাখবে। আল্লাহ তায়ালা বান্দার সহযোগিতা করে যখন সে তার অপর ভাইয়ের সহযোগিতা করে।যে ব্যক্তি ইলম হাসিল করার

জন্য কোন পথ অবলম্বন করে, আল্লাহ তায়ালা তার জন্য জান্নাতের দিকে একটি রাস্তা সহজ করে দিবেন। কোন সম্প্রদায়ের লোকেরা যখন আল্লাহর ঘর সমূহ হতে কোন ঘরে একত্র হয়, যাতে তারা আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াত করে বা পরস্পর আলোচনা করে তাদের উপর সাকিনা নাযিল হতে থাকে, তাদেরকে রহমত ঢেকে রাখে এবং ফেরেশতারা তাদের বেষ্টন করে রাখে।আর আল্লাহ তায়ালা তাদের নিকট যারা আছে, তাদের কাছে তাদের আলোচনা করেন।আর যার আমল তাকে পিছিয়ে দেয় , তার বংশ তাকে এগিয়ে নেয় না।"(মুসলিম:২৬৯৯)

আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,"আল্লাহর কিছু ফেরেশতা আছে, তারা জমীনে ঘুরে ঘুরে যিকিরকারীদের অনুসন্ধান করেন। যখন তারা কোন সম্প্রদায়কে দেখতে পায় তারা আল্লাহর জিকির করছে তখন তারা তাদের নিজেদের ডেকে বলে,আসো তোমরা তোমাদের যা দরকার তা পেয়েছো। তখন তারা তাদের ডানা দুনিয়ার আসমান পর্যন্ত বেষ্টনী দেয়। তখন আল্লাহ তাদের জিজ্ঞেস করে যদিও তিনি তাদের বিষয়ে সর্বজ্ঞ। আমার বান্দারা কি বলে?তারা উত্তর দেয়, তারা আপনার তাসবিহ বর্ণনা করে, আপনার বড়ত্ব বর্ণনা করে, আপনার মর্যাদা বর্ণনা করে এবং আপনার প্রশংসা করে। তিনি বলেন, তখন আল্লাহ বলবে,তারা কি আমাকে দেখেছে? তারা বলল,না, আল্লাহর কসম, তারা আপনাকে দেখে নি। তিনি বলেন, তখন আল্লাহ বলবে, তারা যদি আমাকে দেখত, তাহলে কি অবস্থা হত? তারা বলল, যদি আপনাকে দেখত , তাহলে তারা আরো বেশি আপনার ইবাদত করত, আপনার বড়ত্ব আরো বেশি আলোচনা করত এবং আপনার তাসবিহ আরো বেশি আলোচনা করত। আল্লাহ বলল, তারা আমার নিকট কি চায়? তারা আপনার নিকট জান্নাত চায়। তারা কি জান্নাত দেখেছে?তারা বলল,না আল্লাহর কসম, হে প্রভু! তারা জান্নাত দেখেনি। তখন আল্লাহ বলে, যদি তারা জান্নাত দেখত, তাহলে তারা কি করত? তারা বলল, যদি তারা দেখত তাহলে তারা অধিক লালায়িত হত এবং আরো কঠিন ভাবে তালাশ করত এবং আরো বেশি আগ্রহ করত। তিনি বলল,তারপর তারা কিসের থেকে আশ্রয় চায়? তিনি বললেন, তারা জাহান্নাম থেকে আশ্রয় চায়।

তারপর আল্লাহ তাদের জিজ্ঞেস করেন, তারা কি জাহান্নাম দেখেছে? তারা বলবে,না, আল্লাহর কসম, তারা জাহান্নাম দেখে নি। যদি দেখত তাহলে কি করত? তিনি বললেন, যদি তারা দেখত তাহলে তারা আরো বেশি পলায়ন করত এবং আরো বেশি ভয় করত। তখন আল্লাহ বলবে, আমি তোমাদেরকে সাক্ষী বানাচ্ছি, আমি তাদের ক্ষমা করে দিলাম। একজন ফেরেশতা বলবে, তাদের এক লোক আছে,সে তাদের থেকে নয়।সে তার ব্যক্তিগত কাজে আসছে। আল্লাহ বলবেন, তারা এমন এক সম্প্রদায়, তাদের সাথে যারা বসে তারাও বঞ্চিত হয় না।(মুসলিম ২৬৮৯)

উপসংহার

মসজিদ ইসলামী সমাজের পবিত্রতম ও অতি গুরুত্বপূর্ণ স্থান। মসজিদ নির্মাণ করা উভয় দুনিয়াতে ও আখেরাতে কল্যাণ বয়ে আনবে।তাই প্রত্যেক মুসলমানের উচিত মসজিদ নির্মাণ করা, কিংবা নির্মাণ করা সম্ভব না হলে মসজিদ নির্মাণ করায় সহযোগিতা করা উচিত। সকল মুসলিমের উচিত মসজিদে সালাত আদায় করাকে গুরুত্ব দেয়া এবং মসজিদকে ইলমের এবং আমলের উৎস বানানো। মসজিদ নির্মাণ করার ফজিলত অগণিত এবং অসংখ্য।তাই আমাদের উচিত মসজিদ নির্মাণ করার নিয়ত করা শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ইন শা আল্লাহ্।